“টাঙ্গাইলের তাঁতঃ ঐতিহ্যের মালিকানা ও শিল্পের সম্ভাবনা” বিষয়ক সংলাপের প্রতিবেদন

তারিখঃ ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, সময়ঃ দুপুর ২.৩০ টা

স্থানঃ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

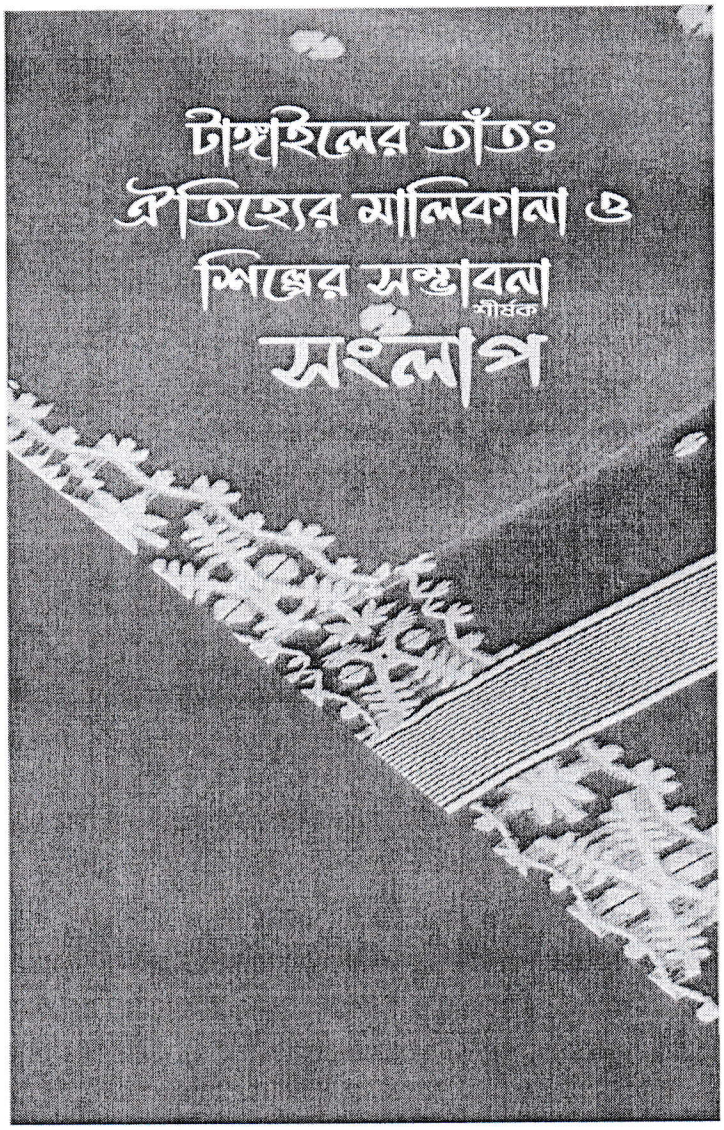

আয়োজনেঃ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিশেষায়িত সংস্থা, ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠাকালীন গৃহীত সনদের আর্টিকেল-৭ অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনেস্কোর অধিক্ষেত্রসমূহ অর্থাৎ শিক্ষা, সামাজিক ও মানব বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, যোগাযোগ ও তথ্য, যুব ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট কাজ করে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের এমন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, নাগরিক সমাজ ও ব্যক্তির সাথে ইউনেস্কোর নিয়মিত ও কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ও কো-অর্ডিনেটিং বডি হিসেবে ন্যাশনাল কমিশনসমূহ কাজ করে। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন মূলত বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইউনেস্কোর লিয়াঁজো স্থাপন করার মাধ্যমে ইউনেস্কোর অধিক্ষেত্রসমূহ, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও ক্রস সেক্টরসমূহে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত নীতিগত গাইডলাইনস/স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক, কনভেনশন ও রেকমেন্ডেশন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টজনদের অবহিত করা ও অংশগ্রহণে সহায়তা করা, সরকারকে নীতিগত পরামর্শ ও নতুন ধারণা তৈরীতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ইউনেস্কোর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে সহযোগিতা করে থাকে।

এছাড়া, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ইউনেস্কো ও অন্যান্য ন্যাশনাল কমিশনের সাথে সম্পোর্কোন্নয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, সংশ্লিষ্টপক্ষ, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজের প্রতিনিধিদের ইউনেস্কোর কার্যক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত সমসাময়িক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা, সেমিনার, সংলাপ ও আন্তর্জাতিক দিবস আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন তার এডভাইজরি ক্যাপাসিটি থেকে সরকারকে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য এই সকল আয়োজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশ ও পরামর্শসমূহ প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করে।

এই প্রতিবেদনটি ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনে আয়োজিত "টাঙ্গাইলের তাঁতঃ ঐতিহ্যের মালিকানা ও শিল্পের সম্ভাবনা" শীর্ষক সংলাপের উপর লিখিত। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন সংলাপটি আয়োজন করে।

প্রতিবেদনটি তৈরী করেছেন মিজ শায়লা রফিক লোপা, প্রোগ্রাম অফিসার (সংস্কৃতি), বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন।

সংলাপ

টাংগাইলের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বয়নশিল্প বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি living heritage, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত জ্ঞান, দক্ষতা, নান্দনিকতা ও সামাজিক চর্চার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। ইউনেস্কোর ২০০৩ সালের Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage অনুযায়ী, এই ধরনের ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের পরিচয়বোধ, ধারাবাহিকতা ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ এবং এর সুরক্ষার মূল লক্ষ্য হলো ঐতিহ্যের viability নিশ্চিত করা।

আর্থসামাজিক নানাবিধ প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে এই ঐতিহ্যবাহী বুননশিল্পকে সুরক্ষিত রাখা এবং দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই অমূল্য ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে ইউনেস্কোর 2003 Convention এর অধীন UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity-তে তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হতে ২০২৪ সালের এপ্রিলে এই শিল্পের মনোনয়ন প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage এর ২০ তম অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে "ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইলের শাড়ী বুনন শিল্প" Intangible Cultural Heritage of Humanity হিসেবে UNESCO Representative List-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার গৌরব লাভ করে।

ইউনেস্কোর মাধ্যমে অর্জিত এই স্বীকৃতি টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পের জন্য একদিকে যেমন বৈশ্বিক বাজার, সৃজনশীল অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা বহন করে, অপরদিকে এই শিল্প ঐতিহ্যের মালিকানা, ন্যায্য স্বীকৃতি, বাজারে অনুকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সীমাবদ্ধতার মতো চ্যালেঞ্জের মুখেও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁতি সম্প্রদায় নিজস্ব ঐতিহ্য ও জ্ঞানের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যের মালিকানা নিশ্চিতকরণ ও শিল্পের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ "টাঙ্গাইলের তাঁতঃ ঐতিহ্যের মালিকানা ও শিল্পের সম্ভাবনা" শীর্ষক সংলাপ আয়োজন করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মাসউদ ইমরান, পিএইচডি সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মিজ সাবভীনা মনীর চিঠি সংলাপের চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

টাঙ্গাইল তাঁতি কমিউনিটির প্রতিনিধি, হেরিটেজ বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও শিক্ষক, শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান, টাঙ্গাইল শাড়ি ব্র্যান্ডিং এর অগ্রণী উদ্যোক্তা, তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনার, আইনি পরামর্শক, সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সংলাপে অংশ নেন। এই প্রতিবেদনটিতে অধ্যাপক মাসউদ ইমরান-এর উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং সংলাপের উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও প্রাপ্ত সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মূল প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ

অধ্যাপক মাসউদ ইমরানের প্রবন্ধে টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পকে কেবল একটি বস্ত্রশিল্প নয়, বরং হাজার বছরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, নৃতাত্ত্বিক স্থানান্তর এবং কারুশিল্পভিত্তিক জ্ঞান-ব্যবস্থার ধারক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি দেখান যে, মসলিন ঐতিহ্যের উত্তরসূরি এই শিল্প আজ ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) বিতর্ক, বিশ্বায়িত বাজারের প্রতিযোগিতা এবং অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক সংকটের এক জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে।

ঐতিহাসিক উৎস ও স্থানান্তর

টাঙ্গাইল তাঁতশিল্পের বিকাশে বসাকসহ অন্যান্য কারিগর সম্প্রদায়ের স্থানান্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ধামরাই-চৌহাট্টা অঞ্চল থেকে টাঙ্গাইলে অভিবাসন, জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ শিল্পটির বিকাশে সহায়ক হয়। দেশভাগ (১৯৪৭) ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)-পরবর্তী সময়ে টাঙ্গাইলের তন্তুবায় সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ভারতে স্থানান্তরই জিআই মালিকানা বিতর্কের ভিত্তি তৈরি করে।

জিআই বিতর্ক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালে ভারতের পক্ষ থেকে 'Tangail Saree of Bengal' নামে জিআই স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনায় বাংলাদেশ-ভারত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, যা মূলত পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও বর্ধমান জেলার কারিগরদের দাবির ভিত্তিতে করা হয়েছিল। অধ্যাপক ইমরান যুক্তি দেন যে, জিআই আইন ভৌগোলিক উৎপত্তির সঙ্গে গুণগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেয়; ফলে টাঙ্গাইল জেলার ভৌগোলিক সত্তা বাংলাদেশের পক্ষে একটি শক্তিশালী ভিত্তি। তিনি স্পষ্ট করেন যে, ইউনেসকোর স্বীকৃতি ও জিআই স্বীকৃতি ভিন্ন প্রকৃতির, একটি সাংস্কৃতিক, অন্যটি বাণিজ্যিক ও আইনি।

প্রযুক্তি, কারুশৈলী ও পারিবারিক ঐতিহ্য

অধ্যাপক ইমরানের প্রবন্ধ হতে জানা যায় যে, একসময়ের নকশাবিহীন সাধারণ তাঁতের কাপড় ১৯০৬ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হওয়া স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এক শৈল্পিক রূপ পায়। বিলাসি জমিদার শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির রুচির সাথে তাল মিলিয়ে জামদানি ও বেনারসি মোটিফের সমন্বয়ে টাঙ্গাইল শাড়ি বুননশিল্পে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। পিটলুম বা খটখটি তাঁত ও পরবর্তীতে আগত চিত্তরঞ্জন তাঁত, কটন ও প্রাকৃতিক রেশম সুতা, পাড় ও আঁচলে সূক্ষ্ম কারুকাজ, 'বুটি' নকশা ইত্যাদি টাঙ্গাইল শাড়ির স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ করে। বুনন প্রক্রিয়ায় পরিবারের নারী সদস্যদের ভূমিকা শিল্পটিকে একটি পারিবারিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক ঐতিহ্যে রূপ দিয়েছে।

ইউনেসকো স্বীকৃতি ও কৌশলগত গুরুত্ব

০৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage এর ২০ তম অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে "ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইলের শাড়ী বুনন শিল্প" Intangible Cultural Heritage of Humanity হিসেবে UNESCO Representative List-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার গৌরব লাভ করে। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পকে একটি পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে, একটি পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ, বিশ্বাস, শৈল্পিক দক্ষতা ও ঐতিহ্যের সম্মিলিত সৃজনশীল প্রকাশ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই স্বীকৃতি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কূটনীতির সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হলেও প্রবন্ধে জোর দেওয়া হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তখনই কার্যকর হবে যখন তা মাঠপর্যায়ের তাঁতিদের জীবনমান উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হবে।

ICH ও রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োজনীয়তা

প্রবন্ধে ২০০৩ সালের Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-এর আলোকে 'সংরক্ষণ' (preservation) ও 'সুরক্ষা' (safeguarding)-এর পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক যুক্তি দেন যে, জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানুষের জীবনযাত্রার অংশ, যাকে স্থিতিশীল করা সম্ভব নয়, তাই এই ঐতিহ্যসমূহকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুনঃসৃজিত করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরীর জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতীয় আইন অপরিহার্য। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনের মডেল তুলে ধরে তিনি 'লিভিং ন্যশনাল ট্রেজার' পদ্ধতি, আর্কিটাইপ বা মূল রূপ সুরক্ষা এবং সুসংগঠিত ইনভেন্টরি ব্যবস্থা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

প্রবন্ধকার আরও বলেন যে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি একটি ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক সুরক্ষাকে শক্তিশালী করতে পারে কিন্তু সেই ঐতিহ্যের বাণিজ্যিক ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না। সে কারণে, ঐতিহ্যের বাণিজ্যিক অপব্যবহার রোধে জি.আই ও ট্রেডমার্ক আইন প্রয়োগ করা জরুরি। বাংলাদেশের Intangible Cultural Heritage সুরক্ষায় বিদ্যমান আইনসমূহ উল্লেখপূর্বক প্রবন্ধকার মেধা সম্পদ আইনের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করে মরক্কো কর্তৃক ২০২৫ সালে তাদের ঐতিহ্যের সুরক্ষাকবচ হিসেবে WIPO এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে 'Label Maroc' নামক আইনি স্বীকৃতি অর্জনের প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশে Intangible Cultural Heritage (ICH) সুরক্ষা সংকট ও চ্যালেঞ্জ

অধ্যাপক ইমরানের এর মতে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এর সুরক্ষায় কিছু চ্যালেঞ্জ ও নীতিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে-

- পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষায় ঐতিহ্য বিচ্ছিন্নতা

- ICH সুরক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অভাব
- অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে সাংস্কৃতিক স্থান হারানো
- পুর্নাঙ্গ ও হালনাগাদকৃত জাতীয় তালিকার অভাব
- সংস্কৃতি খাতে সীমিত বরাদ্দ

ভারতের সাথে টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পের মালিকানা নিয়ে উদ্ভূত অনভিপ্রেত দ্বন্দের বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করে প্রবন্ধকার এটিকে একটি সতর্কবার্তা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী বৌদ্ধিক সম্পদ সুরক্ষা আইন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ব্যতীত শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি একটি শিল্পের সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।

টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পের বর্তমান সংকট

প্রবন্ধে মাঠপর্যায়ে টাঙ্গাইলের শাড়ি বুনন শিল্পের সংকটসমূহ তুলে ধরা হয়েছে :

- কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি
- নগণ্য মজুরি ও দারিদ্র্য
- পাওয়ারলুমের অসম প্রতিযোগিতা
- মহাজনী ঋণচক্র
- পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হওয়া

উত্তরণের পথ ও নীতিগত সুপারিশ

অধ্যাপক ইমরান তঁর প্রবন্ধে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেনঃ-

১। জাতীয় ঐতিহ্য সুরক্ষা কমিটি গঠন

২। স্বতন্ত্র আইসিএইচ আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন

৩। 'লিভিং হিউম্যান ট্রেজার' ব্যবস্থা চালুকরণ (জাপানের অনুসরণে)

৪। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্তিকরণ

৫। জিআই, ট্রেডমার্ক ও কপিরাইট আইনের সমন্বয়

৬। ডিজিটাল জাতীয় ইনভেন্টরি ও জিআইএস মানচিত্রায়ন

৭। সুতা ও রঙে ভর্তুকি, সহজশর্তে ঋণ

৮। হ্যান্ডলুম ভিলেজ ও ক্রাফট ট্যুরিজম উন্নয়ন

৯। ই-কমার্স ও আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন

১০। ডিজাইন ব্যাংক ও পণ্যের বহুমুখীকরণ

১১। নির্মাণ প্রকল্প বা নগরায়ন বাস্তবায়নের পূর্বে হেরিটেজ ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করা

সামগ্রিক মূল্যায়ন

প্রবন্ধটি দেখায় যে, টাঙ্গাইল তাঁতশিল্পের 'মালিকানা' প্রশ্নটি কেবল ভূ-রাজনৈতিক নয়; এটি সাংস্কৃতিক অধিকার, সম্প্রদায়ভিত্তিক জ্ঞান এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যতার প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও যদি কারিগরদের জীবনমান সুরক্ষিত না হয়, তবে ঐতিহ্য টেকসই হবে না। তাই সাংস্কৃতিক সুরক্ষা, আইনি কাঠামো ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন—এই তিনটি স্তম্ভের সমন্বিত প্রয়োগই টাঙ্গাইল তাঁতের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে।

মুক্ত আলোচনা পর্ব

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের স্ব স্ব পেশাগত অবস্থান ও অভিজ্ঞতা থেকে টাঙ্গাইল তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যগত মালিকানা, এর সংকট ও সম্ভাবনা এবং কার্যকর ও টেকসই সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে তাদের বিজ্ঞ মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন। প্রাপ্ত সুপারিশসমূহকে বিষয়ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে নিম্নোক্তরূপে বিন্যস্ত করা যায়ঃ-

আইন ও নীতিমালা সংস্কার

টাঙ্গাইল তাঁতশিল্পসহ বাংলাদেশের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও শিল্প পণ্যের জাতীয় ও আন্তর্জাতিভাবে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংলাপে অংশগ্রহণকারীগণ সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা সংস্কার ও যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের উপর জোরারোপ করেন। সংলাপের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক স্বতন্ত্র 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অ্যাক্ট' প্রণয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্যের বাণিজ্যিক অপব্যবহার রোধে আইনি লড়াই পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ডিপিডিটি (DPDT) ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সেল গঠন করা এবং জিআই আইনের সাথে ট্রেডমার্ক যুক্ত করার উপর জোরারোপ করেন।

বাংলাদেশে টাঙ্গাইল তাঁতশিল্প নিয়ে ১৯৮২ সাল থেকে কাজ করে আসা মিজ মনিরা এমদাদ টাঙ্গাইল শাড়ির প্রকৃত ও মানসম্পন্ন কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা, সিনথেটিক কাঁচামালের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও সনাতনী পদ্ধতিতে শাড়ি বুনন প্রক্রিয়া হারিয়ে যাওয়া নিয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করে এই শিল্পের ঐতিহ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য অতিবাণিজ্যিকীকরণ নিয়ন্ত্রণ করা ও সনাতনী পদ্ধতিতে শাড়ি বুননের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করার বিষয়ে তার মত প্রকাশ করেন। টাঙ্গাইল তাঁত শিল্পি সমিতির সভাপতি জনাব রঘুনাথ বসাক দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ, ক্ষুদ্র তাঁত ও তাঁতিদের রক্ষার্থে হ্যান্ডলুম এলাকায় পাওয়ারলুমের ব্যবহার নিষিদ্ধ করাসহ এই শিল্পের সামগ্রীক সুরক্ষায় কার্যকরি ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর জোরারোপ করেন।

সংলাপে অংশগ্রহণকারী তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনার মিজ রোকাইয়া আহমেদ পূর্ণা গ্লোবাল মার্কেটে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ফ্যাব্রিক্স নিয়ে কাজ করা ও হেরিটেজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, হেরিটেজ ফ্যাশন, ইনোভেশন, গ্লোবাল মার্কেটিং বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করার উপর গুরত্বারোপ করেন। হেরিটেজ টেক্সটাইল গবেষক জনাব সাইফুর রহমান হেরিটেজ টেক্সটাইল নিয়ে যত্রতত্র এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করার মাধ্যমে তার মৌলিকত্ব নষ্ট হবার বিষয়ে শংকা প্রকাশ করে হেরিটেজ টেক্সটাইল নিয়ে ফ্যশন ডিজাইনারগণ কি ধরণের কাজ করতে পারবেন সেই নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়ার বিষয়ে সরকারকে আহ্বান জানান।

জিআই ও মেধাস্বত্ব সুরক্ষা

ভৌগোলিক ও ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্প হওয়া সত্ত্বেও ২০২৪ সালে ভারত টাঙ্গাইলের শাড়িকে তাদের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে ঘোষণা দেয় যা বাংলাদেশের বিদ্যমান জিআই আইন ও মেধাসত্ব আইন পর্যালোচনা ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বলেন যে, ভারতের জিআই আইন প্রণয়নের প্রায় ১৪ বছর পর বাংলাদেশের জিআই আইনটি প্রণয়ন করা হয়, যা অনেকটাই ভারতীয় আইনের কপি। এ কারণে বাংলাদেশকে অনেক বিব্রতকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের নিজস্ব প্রয়োজন, আর্থসামাজিক ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা, ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের সাম্প্রতিক অবস্থান পর্যালোচনা করে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩-কে নতুনভাবে তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। আর এই কাজে বাণিজ্য, আইন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে।

তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিশাল সীমান্তবর্তী এলাকা থাকায় বাংলাদেশ ও ভারত অনেক ঐতিহ্যবাহী পণ্য শেয়ার করে থাকে। যার দরুন এ সকল পণ্য ভারতের নামে রেজিস্ট্রেশন করায় ভারত অনেক এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ যথাসময়ে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় ভারত তার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে টাঙ্গাইল শাড়ির নাম রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ নেয়। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি নিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি আবেদন চলমান রয়েছে এবং তা প্রি-একজামিনেশন পর্যায়ে আছে। যে কোন সময় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানিকে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য হিসেবে নথিবদ্ধ করতে পারে। তাই আমাদের উচিৎ হবে এর বিপরীতে দ্রুত আইনগত পদক্ষেপ নেয়া। এ লক্ষ্যে তিনি প্রতিটি জি. আই পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা আইনজীবী নিয়োগ না দিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি রিটেইনার আইনজীবী পুল গঠন করার সুপারিশ করেন। যাদের কাজ হবে ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহ নিয়ে আইনি জটিলতা মোকাবেলা করা বা বিবাদমান বিষয়গুলো দেখাশোনা করা। সেই সাথে জি.আই পণ্যসমূহের একটি জাতীয় তালিকা তৈরি করা দরকার এবং আন্তর্জাতিক যে সকল বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা রয়েছে, সেখানে জি. আই এর জন্য আবেদন করতে হবে বলেও তিনি মতামত দেন।

জিআই ও মেধাস্বত্ব সুরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্র ধরে অধ্যাপক ইমরানের পাশাপাশি অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণও মতামত দেন। জি.আই পণ্যের জন্য প্রাথমিক আবেদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংকট নিরসনে জেলা প্রশাসকদের সাথে স্থানীয় তাঁতশিল্প/ব্যবসায়ী সমিতির সরাসরি লিংক স্থাপন, ইংরেজিতে জিআই জার্নাল ট্রেডমার্ক আইনসহ প্রকাশ করা, জি. আই লোগো ও ট্যাগলাইন ডিজাইনের ক্ষেত্রে তরুণদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানো, জি. আই লোগোর সাথে ট্রেড মার্ক সাইন যুক্ত করা, এবং আন্তর্জাতিকভাবে জি. আই ট্যাগ পাওয়ার জন্য WTO এর গোল্ড ডেটাবেজে পণ্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার উপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

অর্থনৈতিক সহায়তা ও প্রণোদনা

টাঙ্গাইল শাড়ি বুননশিল্পের প্রাণ, তাতঁশিল্পীগণ থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ একমত হন যে, টাঙ্গাইল শাড়ির মানসম্পন্ন কাঁচামালের দাম নিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা না গেলে এদেশের তাঁতশিল্প হুমকির মুখে পড়বে। বিশেষত প্রতিযোগীতামূলক বাজারে ভারতের সাথে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে এতে অনেক তাঁতশিল্পী তাদের পেশা বদল করতে বাধ্য হবেন এবং এই শিল্পের সাথে বংশানুক্রমে জড়িত তরুণ প্রজন্ম এই পেশা ধরে রাখতে আগ্রহ হারাবে। এই সংকট উত্তরণে তাঁতিদের সরাসরি সুতা কেনার জন্য নগদ সহায়তা বা ভর্তুকি দিতে হবে, যাতে উৎপাদন খরচ কমে, মহাজনী চক্র থেকে তাঁতিদের বাঁচাতে সরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে জামানতবিহীন স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে বিশেষত যেসব জেলাতে তাঁতশিল্প আছে সেখানকার ব্যাংকগুলোকে তাঁত শিল্পীদের নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজে ঋণ দেয়ার বিষয়ে সমঝোতায় আসা যেতে পারে, সুতার দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে শাড়ির ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে, উচ্চমানসম্পন্ন শাড়ি তৈরী ও তুলনামূলক সুলভ মূল্যে তা বিক্রয়ের জন্য মানসম্মত কাঁচামালের উপর ভ্যাট/ট্যাক্স কমাতে হবে এবং সরকার কর্তৃক হ্যান্ডলুম পণ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্টের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে বলে সংলাপে মতামত প্রদান করা হয়।

বাজার সম্প্রসারণ ও বাণিজ্য উন্নয়ন

ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ি বুননশিল্পকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত করা এবং এই শিল্পের শিল্পীদের গ্লোবাল মার্কেটে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই শিল্প ও শিল্পীর টেকসই সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংলাপে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়; টাঙ্গাইলের তাঁতপল্লীগুলোকে কেন্দ্র করে পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তোলা, যাতে কারিগররা সরাসরি পর্যটকদের কাছে পণ্য বিক্রি করতে পারেন, প্রতিবেশী দেশ ভারতে টাঙ্গাইল শাড়ী রপ্তানি নিয়ে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন করা ও ভারতের পাশাপাশি অন্যান্য দেশে শাড়ি বাজারজাতকরণের সুযোগ তৈরী করা, বাংলাদেশের প্রতিটি বুটিক হাউজে হ্যান্ডলুম কর্ণার এবং বিমানবন্দর, বাস স্ট্যান্ড ও রেইল স্টেশনেও জি. আই পণ্যসমূহ শোকেজিংয়ের ব্যবস্থা রাখা, হ্যান্ডলুমে তুলনামুলক দামি শাড়ি/কাপড় বোনা, বর্তমান প্রজন্মের ভোক্তাদের ও ভিনদেশীয় ক্রেতাদের কাছে টাঙ্গাইল শাড়ি জনপ্রিয় করার জন্য এই কাপড়ের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং অনলাইনে তাঁতজাত পণ্যের এভেইলেবিলিটি বাড়ানো।

দক্ষতা উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবন

ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ি বুননশিল্পের টেকসই সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে তাঁতশিল্পীদের দক্ষতা উন্নয়ন, নবীন তাঁতশিল্পী তৈরীতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং উন্নতমানের কাঁচামাল তৈরী, ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে শাড়ি বুনন ও ফিনিশিং, কাপড়ের কোয়ালিটি এসেসমেন্ট, ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট, ইনোভেটিভ ইউসেজ, হ্যান্ডলুম ভিলেজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা যাচাই প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে অধ্যাপক ইমরানসহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ

একাত্মতা প্রকাশ করে একটি ডিজাইন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় নকশাগুলো ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা এবং আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গে তার সংমিশ্রণ ঘটানোর উপর জোরারোপ করেন।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ড. মোঃ মশিউর রহমান খান সার্বিক এসেসমেন্টের মাধ্যমে টাঙ্গাইল শাড়ি বুননশিল্পের সাথে জড়িত দক্ষ তাঁত শিল্পীদের নিয়ে মানসম্পন্ন, টেকসই ও আরামদায়ক কাপড় তৈরী, ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক গবেষণা প্রভৃতির সমন্বয়ে হ্যান্ডলুম ভিলেজ গড়ে তোলার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রস্তাব দেন এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

অধ্যাপক মশিউরের আলোচনার সূত্র ধরে বস্ত্র অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব জাহেদুর রহমান জানান যে, তাঁতজাত কাপড়ের মান নিয়ন্ত্রণে বস্ত্র অধিদপ্তর ২০২৬ সালে চট্টগ্রামে একটি ল্যাব স্থাপন করতে যাচ্ছে, যেখান থেকে স্বল্প খরচে তাঁতশিল্পীরা তাদের শাড়ির মান পরীক্ষা করাতে পারবেন। এ পদ্ধতিতে ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের কাছে এ সকল পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি, সুতার বর্ধিত দাম ও অপর্যাপ্ততার কারণে তাঁত শিল্পীদের নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় যা নিরসনের জন্য তাঁত শিল্পীদের ফরোওয়ার্ড ও ব্যাকোয়ার্ড লিংকেজ সহজতর করার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরো নজর দেয়া প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষা, সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি

একটি দেশের শিল্প, সংস্কৃতি সুরক্ষায় এ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার কোন বিকল্প নেই তাই সংলাপে অংশগ্রহণকারী সকলেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের ইনট্যানজিবল ঐতিহ্যের গল্প ও ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে মত দেন যাতে শৈশব থেকেই শিশুদের মধ্যে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও শিল্পের প্রতি মমত্ববোধ তৈরি হয় এবং তাদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা সচেতন হয়ে বেড়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি, জি.আই প্রোডাকটস, পেটেন্ট ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেধাসত্ব আইন বিষয়ে সচেতনতামূলক লেখা মাধ্যমিক পর্যায় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হলে এদেশের তরুণ প্রজন্ম তাদের ঐতিহ্য সুরক্ষায় আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে সকলে একমত হন।

ইউনেস্কো, ঢাকার প্রতিনিধি মিজ কিযী তাহনিন সংলাপে উপস্থিত সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইউনেস্কোর 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage সকল ঐতিহ্যবাহী ইনট্যানজিবল হেরিটেজের ধারক ও বাহক হিসেবে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ও শিল্পীদের সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। একটি শিল্প বা ঐতিহ্যের সুরক্ষায় তাই তাদের আকাঙ্ক্ষা ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ওই সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ। সে লক্ষ্যে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে একটি পলিসি মডেল তৈরি করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে শিল্পীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং ঐতিহ্যের টেকসই সুরক্ষা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

টাঙ্গাইল শাড়ি নিয়ে কাজ করা নবীন উদ্যোক্তাগণ তাঁতিদের সংস্কৃতির প্রতিনিধি ও শিল্পী হিসেবে তাদের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তাদের জাতীয়ভাবে সম্মানিত করতে হবে বলে মতামত দেন। সেই সাথে দেশীয় টেক্সটাইল নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেক্সটাইল মিউজিয়াম স্থাপন, জাতীয় হ্যান্ডলুম/টেক্সটাইল দিবস ঘোষণা ও পালন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী শিল্প সুরক্ষায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে ভূমিকা রাখতে হবে বলে উপস্থিত ব্যাক্তিবর্গ মত প্রকাশ করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

সরকারের পক্ষে এককভাবে ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ি বুননশিল্প বা অন্য কোন Intangible Cultural Heritage-এর টেকসই সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও সংস্কৃতি কূটনীতির যথাযথ সমন্বয় ও সম্পৃক্ততা। সে লক্ষ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিদ্যমান জাতীয় ডিজিটাল ইনভেন্টরিটি জিআইএস (GIS) ম্যাপ এবং ই-ডকুমেন্ট যুক্ত করার মাধ্যমে আরও তথ্যবহুল ও আপডেট করা। এটি ঐতিহ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা মনিটর করতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, Living Heritage সমূহকে ২০০৫ কনভেনশনের আলোকে ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে শক্তিশালী করার বিষয়েও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া দরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব, মিজ বাশারাত নাজিয়া ইউনেস্কো ২০০৩ কনভেনশনের নীতিমালা অনুযায়ী টাঙ্গাইলের শাড়ী বুনন

শিল্পকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন বলে তার মত দেন।

পাশাপাশি কালচারাল ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ ও অন্যান্য দেশের সাথে শেয়ারড লেগেসি/হেরিটেজ নিয়ে সমঝোতায় আসতে হবে যেন ভবিষ্যতে টাঙ্গাইল শাড়ির ন্যায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহের মালিকানা নিয়ে জটিলতা তৈরি না হয়। বাংলাদেশের জি. আই পণ্যসমূহকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুপরিচিত করা এবং গ্লোবাল মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের হাই কমিশন ও এম্বেসিতে, WTO-র সভায় ও ফেয়ারসমূহে বাংলাদেশের জি. আই পণ্যসমূহ শোকেজিংয়ের ব্যবস্থা রাখা দরকার বলেও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মনে করেন।

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বক্তব্য

সংলাপে বিভিন্ন পক্ষ থেকে উত্থাপিত নানাবিধ জিজ্ঞাসা, উদ্বেগ ও মতামতের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, জনাব আবু আহমদ ছিদ্দিকী, এনডিসি তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর আলোকপাত করেন এবং এই শিল্পের উন্নয়নের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়েও আলোচনা করেন। মানসম্পন্ন কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি তাঁতিদের জন্য ৫% ট্যাক্সে ১১ প্রকারের কাঁচামাল আমদানির সরকারি সুবিধার কথা উল্লেখ করে জানান যে শুধুমাত্র কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী কর্তৃক এই সুবিধার অসাধু ব্যবহারের কারণে সরকার তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। তবে শীঘ্রই এই শিল্পের সাথে জড়িত সকলের পরামর্শ নিয়ে এর একটি বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি আরো জানান, টাঙ্গাইল শাড়ি বুননশিল্পসহ জামদানি ও অন্যান্য তাঁতজাত শিল্পে উন্নতমানের সিল্ক সুতার চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা নিরসনে ১১ প্রকারের কাঁচামাল আমদানির SRO-তে সিল্ক সুতা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁতশিল্পীদের জন্য সহজ শর্তে যে ঋণ প্রদান করা হয় তা যথেষ্ট না হওয়ায় কৃষিপণ্যের ন্যায় এই শিল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে ব্যাংকসমূহকে এগিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি তাঁতশিল্প নিয়ে সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ণের লক্ষ্যে তাঁত বোর্ড একটি জরিপ চালিয়েছে বলেও তিনি জানান। জরিপে যে সকল মূল সমস্যার কথা উঠে এসেছে তার অধিকাংশই সংলাপে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাঁত বোর্ড সেই সমস্যাগুলো সমাধানে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি, টাঙ্গাইল তাঁতশিল্পি সমিতির অনুরোধে অন্তত ৫০০ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং এই প্রশিক্ষনার্থীদের বুনন কর্মের পাশাপাশি অনলাইন মার্কেটিং বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া, তাঁত বোর্ড আইন সংশোধনে তাঁত বোর্ড কাজ করছে এবং তাঁতজাত পণ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তাতঁ বোর্ড বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াঁজো শুরু করেছে বলেও তিনি সকলকে অবহিত করেন।

উপসংহার

সার্বিক আলোচনার আলোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ি বুননশিল্পের টেকসই সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আইন ও নীতিমালার সংস্কার, জিআই ও মেধাস্বত্ব সুরক্ষা জোরদার করা, তাঁতশিল্পীদের অর্থনৈতিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান, বাজার সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ সমন্বিতভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর নীতি কাঠামো গড়ে তুলতে পারলে টাঙ্গাইল তাঁতশিল্প শুধু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবেই নয়, বরং দেশের সৃজনশীল অর্থনীতি ও জীবিকাভিত্তিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

এক নজরে সুপারিশমালা

সুপারিশ	বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়//অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা
১. একটি স্বতন্ত্র 'আইসিএইচ অ্যাক্ট' প্রণয়ন: দক্ষিণ কোরিয়া বা চীনের মতো একটি আধুনিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা ইউনেস্কো স্বীকৃত ঐতিহ্যের পাঁচটি ডোমেইনকেই আইনি সুরক্ষা দেবে। ২. 'লিভিং হিউম্যান ট্রেজার' সিস্টেম চালু করা: বাংলাদেশের অনেক গুণী শিল্পী (যেমন–মসলিন বা জামদানি বুননের ওস্তাদ, বাউল সাধক) চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছেন। জাপানি মডেল অনুসরণ করে তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মানী ও মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা উচিত। ৩. জাতীয় ইনভেন্টরি ডিজিটালকরণ: বর্তমানে ডেটাবেস তৈরির যে কাজ চলছে, তাতে জিআইএস (GIS) ম্যাপ এবং ই-ডকুমেন্ট যুক্ত করতে হবে। এটি ঐতিহ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা মনিটর করতে সাহায্য করবে। ৪. শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তি: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের ইনট্যানজিবল ঐতিহ্যের গল্প ও ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে শৈশব থেকেই শিশুদের মধ্যে মমত্ববোধ তৈরি হয়। ৫. মেধা সম্পদ আইনের সঙ্গে সমন্বয়: ডিপিডিটি (DPDT) ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সেল গঠন করা উচিত যা ঐতিহ্যের বাণিজ্যিক অপব্যবহার রোধে আইনি লড়াই পরিচালনা করবে। ৬. নগরায়ন ও পরিবেশ পরিকল্পনায় আইসিএইচ: কোনো বড় নির্মাণ প্রকল্প বা নগরায়নের আগে হেরিটেজ ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (HIA) বাধ্যতামূলক করা উচিত ৭। ট্রেডমার্ক দেওয়া: জিআই আইন সংস্কার করে তার সঙ্গে ট্রেডমার্ককে যুক্ত করা। ৮। সুতা ও রঙের ওপর ভর্তুকি: তাঁতিদের সরাসরি সুতা কেনার জন্য নগদ সহায়তা বা ভর্তুকি দিতে হবে, যাতে উৎপাদন খরচ কমে। ৯। সহজ শর্তে ঋণ: মহাজনী চক্র থেকে তাঁতিদের বাঁচাতে সরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে জামানতবিহীন স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। ১০। ঐতিহ্য পর্যটন (Craft Tourism): টাঙ্গাইলের তাঁতপল্লীগুলোকে কেন্দ্র করে পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তোলা, যাতে কারিগররা সরাসরি পর্যটকদের কাছে পণ্য বিক্রি করতে পারেন। ১১। ডিজাইন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা: প্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় নকশাগুলো ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা এবং আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গে তার সংমিশ্রণ ঘটানো।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
১২। শাড়ির মান ও ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য দেশীয় উচ্চমানসম্পন্ন সুতার সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে এবং ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে শাড়ি বুনন ও ফিনিশিংয়ের জন্য দক্ষ তাঁতি তৈরী করতে হবে। ১৩। কর প্রদানের বিষয়ে তাঁতিদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করতে হবে যেন তারা এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে শাড়ি উৎপাদন বন্ধ না করে।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সিল্ক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড টাঙ্গাইল তাঁত শিল্পী কমিউনিটি

১৪। ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইলের শাড়ী বুনন শিল্পকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই শিল্পের অতিবাণিজ্যিকীকরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সনাতনী পদ্ধতিতে শড়ি বুননের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড টাঙ্গাইল তাঁত শিল্পী কমিউনিটি
১৫। সুতার দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে শাড়ির ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। ১৬। ভারতের পাশাপাশি অন্যান্য দেশে শাড়ি বাজারজাতকরণের সুযোগ তৈরী করতে হবে।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এনবিআর বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
১৭। প্রতিবেশী দেশ ভারতে টাঙ্গাইল শাড়ী রপ্তানি নিয়ে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন করা ও এই শাড়ির আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ জরুরি। ১৮। তাঁতিদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯। তাঁতশিল্প সুরক্ষায় কার্যকরি ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা জরুরি। ২০। হ্যান্ডলুমনির্ভর ঐতিহ্যবাহী শিল্প এলাকায় পাওয়ার লুমের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। ২১। টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্পের সাথে এ অঞ্চলের আবহাওয়া ও নদীর ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকায় এ অঞ্চলের নদীগুলোকে দূষণ মুক্ত করতে হবে। ২২। দেশীয় পণ্য ব্যবহারে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প সুরক্ষায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে ভূমিকা রাখতে হবে।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন অনলাইন/অফলাইন গণমাধ্যমসমূহ
২৩। উচ্চমানসম্পন্ন শাড়ি তৈরী ও তুলনামূলক সুলভ মূল্যে তা বিক্রয়ের জন্য মানসম্মত কাঁচামালের উপর ভ্যাট/ট্যাক্স কমাতে হবে। ২৪। বাংলাদেশের প্রতিটি বুটিক হাউজে হ্যান্ডলুম কর্ণারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	এনবিআর
২৫। টাঙ্গাইল শাড়ীর মতো ঐতিহ্যবাহী পণ্যসমূহের জি. আই স্বীকৃতি আনয়নে নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় উক্ত শিল্পসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পী/ব্যবসায়ী সমিতিকে এগিয়ে আসতে হবে। ২৬। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে জি.আই প্রোডাকটস ও পেটেন্ট বিষয়ে সচেতনতামূলক লেখা সংযোজন করা যেতে পারে। ২৭। বর্তমান প্রজন্মের ভোক্তাদের ও ভিনদেশীয় ক্রেতাদের কাছে টাঙ্গাইল শাড়ি জনপ্রিয় করার জন্য এই কাপড়ের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।	বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এনসিটিবি ফ্যাশন ডিজাইনারস ও ব্র্যান্ড ঔনারস
২৮। সার্বিক এসেসমেন্টের মাধ্যমে দক্ষ তাঁত শিল্পীদের নিয়ে মানসম্পন্ন, টেকসই ও আরামদায়ক কাঁচামাল তৈরী, ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক গবেষণা প্রভৃতির সমন্বয়ে হ্যান্ডলুম ভিলেজ গড়ে তোলার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন

২৯। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩-কে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রয়োজন, আর্থসামাজিক ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনা করে নতুনভাবে তৈরি করা প্রয়োজন ৩০। প্রতিটি জি. আই পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা আইনজীবী নিয়োগ না দিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি রিটেইনার আইনজীবী পুল গঠন করা প্রয়োজন। ৩১। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, হাই কমিশন, এম্বেসি, ডব্লিউ.টি.ও-র সভায় ও ফেয়ারসমূহে জি. আই পণ্যসমূহের শোকেজিংয়ের ব্যবস্থা রাখা দরকার। ৩২। বাংলাদেশের জি. আই পণ্যসমূহের একটি জাতীয় তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক যে সকল বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা রয়েছে, সেখানে জি. আই এর জন্য আবেদন করতে হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেসরকারী বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
৩৩। হ্যান্ডলুমে তুলনামুলক দামি শাড়ি/কাপড় বুনতে হবে। ৩৪। সরকার কর্তৃক হ্যান্ডলুম পণ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্টের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে অর্থাৎ সরকারি বিভিন্ন ইউনিফর্ম তৈরিতে তাঁতের কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। ৩৫। বিমানবন্দরসমূহের পাশাপাশি বাস স্ট্যান্ড ও রেইল স্টেশনেও জি. আই পণ্যসমূহের শোকেজিংয়ের ব্যবস্থা রাখা দরকার। ৩৬। তাঁত ও কারুশিল্পীদের জাতীয় স্বীকৃতি প্রদান করা উচিৎ ৩৭। বাংলাদেশের টেক্সটাইল সম্পর্কে জানার জন্য একটি টেক্সটাইল মিউজিয়াম করা প্রয়োজন।	টাঙ্গাইল তাঁত শিল্পী কমিউনিটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩৮। তাঁত শিল্পীদের ফরোওয়ার্ড ও ব্যাকোয়ার্ড লিংকেজে সরকার কর্তৃক আরো নজর দেয়া প্রয়োজন। ৩৯। যেসব জেলাতে তাঁতশিল্প আছে সেখানকার ব্যাংকগুলোকে তাঁত শিল্পীদের নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজে ঋণ দেয়ার বিষয়ে সমঝোতায় আসা প্রয়োজন। ৪০। জি. আই পণ্যের জন্য প্রাথমিক আবেদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংকট নিরসনে জেলা প্রশাসকদের সাথে স্থানীয় তাঁতশিল্প/ব্যবসায়ী সমিতির সরাসরি লিংক স্থাপন জরুরি। ৪১। তাঁতের কাপড়ের মান নিয়ন্ত্রণে কোয়ালিটি আসেসমেন্ট ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন। ৪২। অনলাইনে তাঁতজাত পণ্যের এভেইলেবিলিটি বাড়াতে হবে।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসন
৪৩। বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, হেরিটেজ ফ্যাশন, ইনোভেশন, গ্লোবাল মার্কেটিং বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন।	শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪৪। এদেশের সংস্কৃতির প্রতিনিধি ও শিল্পী হিসেবে তাঁতিদের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪৫। Intangible Cultural Heritage হিসেবে ইউনেস্কো ২০০৩ কনভেনশনের নীতিমালা অনুযায়ী টাঙ্গাইলের শাড়ী বুনন শিল্পকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ

৪৬। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে একটি পলিসি মডেল তৈরি করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে শিল্পীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং ঐতিহ্যের টেকসই সুরক্ষা সম্ভব হবে। ৪৭। ২০০৫ কনভেনশনের আলোকে ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিকে শিল্প হিসেবে শক্তিশালী করার কথা ভাবতে হবে।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয়
৪৮। ইংরেজিতে জিআই জার্নাল ট্রেডমার্ক আইনসহ প্রকাশ করতে হবে। ৪৯। হেরিটেজ টেক্সটাইল নিয়ে ফ্যশন ডিজাইনারগণ কি ধরণের কাজ করতে পারবেন সেই নীতিমালা নির্ধারণ করে দিতে হবে। ৫০। জাতীয়ভাবে হ্যান্ডলুম ডে বা টেক্সটাইল ডে পালন করা যেতে পারে। ৫১। জি. আই লোগো ও ট্যাগলাইন ডিজাইনের ক্ষেত্রে তরুণদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
৫২। কালচারাল ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ ও অন্যান্য দেশের সাথে শেয়ারড লেগেসি/হেরিটেজ নিয়ে সমঝোতায় আসতে হবে। ৫৩। আন্তর্জাতিকভাবে জি. আই ট্যাগ পাওয়ার জন্য WTO এর গোল্ড ডেটাবেজে পণ্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয় পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

সাবরীনা মনীর চিটি
(যুগ্মসচিব)
ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার
উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রেহানা পারভীন,
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

মাসউদ ইমরান, পিএইচডি
অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আবু আহমদ ছিদ্দিকী, এনডিসি
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব),
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

এস. এম. আরশাদ ইমাম
কপিরাইট রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব),
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস

ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা,
আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

মনিরা এমদাদ
উদ্যোক্তা, টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির

লুভা নাহিদ চৌধুরী,
মহাপরিচালক, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন

রঘুনাথ বসাক
সভাপতি, টাঙ্গাইল শাড়ি ব্যবসায়ী সমিতি

দিলসাদ বেগম,
যুগ্ম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

বেবি রাণী কর্মকার,
ডিরেক্টর জেনারেল-১ (যুগ্ম সচিব),
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

ড. মোঃ মশিউর রহমান খাঁন
অধ্যাপক, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়

সাবভীনা মনীর চিঠি
ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বিএনসিইউ

মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান
পরিচালক (উপসচিব), শিক্ষা, বস্ত্র অধিদপ্তর

ড. জাহাঙ্গীর হোসেন
পরিচালক (দক্ষতামান ও পাঠ্যক্রম),
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

অমিতাভ পরাগ তালুকদার
উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাশারাত নাজিয়া
সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আসমা ফেরদৌসি
কিপার (জনশিক্ষা),
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

কিথী তাহনিন
সংস্কৃতি প্রধান, ইউনেস্কো ঢাকা অফিস

মোঃ আইয়ুব আলী
প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন),
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

রাহুল বড়ুয়া
সহকারী মহাব্যবস্থাপক,
এসএমই ফাউন্ডেশন

এস. এম. শামীম আকতার
উপপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

নাসরিন সুলতান,
ম্যানেজার, বিসিক

এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক
গবেষণা অফিসার,
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

আজহারুল হক আজাদ
সভাপতি, ফ্যাশন অনট্রাপ্রনরস এসোসিয়েশন

ফারজানা মিতা
সহযোগী অধ্যাপক, শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি

মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন

শেখ সাইফুর রহমান
হেরিটেজ টেক্সটাইল গবেষক ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ

সাদাব কাদের
কনসালটেন্ট, কুমুদিনী ট্রাস্ট

তাপস দত্ত
ম্যানেজার, কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফটস

রাধেশ্যাম নীলকমল বসাক
তাঁতশিল্পী ও ব্যবসায়ী

ইয়াসমীন জাহান নূপুর
ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট

সুমাইয়া সন্ধি
প্রভাষক, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন টেকনোলজি

সাবিহা আকন্দ রূপা
প্রতিষ্ঠাতা, মেনকা

রোকেয়া আহমেদ পূর্ণা
ফ্যাশন ডিজাইনার ও উদ্যোক্তা

নুসরাত জাহান নিপা
হেরিটেজ গবেষক

আঃ রহিম
তাঁতশিল্পী

নিমাই চন্দ্র বসাক
তাঁতশিল্পী

কালাচাদ উত্তম কুমার বসাক
তাঁতশিল্পী

মোঃ রুবেল হোসেন
তাঁতশিল্পী

মোঃ আনোয়ার হোসেন
তাঁতশিল্পী

সন্দীপ কুমার বসাক
তাঁতশিল্পী

নিরঞ্জন কুমার বসাক
তাঁতশিল্পী

মোঃ আফসারুল আলম সিদ্দিকী
তাঁতশিল্পী

সাইফুল ইসলাম
তাঁতশিল্পী

মোঃ মাসুদ রানা
তাঁতশিল্পী

মোঃ মাজেদুর রহমান
তাঁতশিল্পী

মোঃ বাবুল মেহেদী
তাঁতশিল্পী

মোঃ সালাউদ্দিন মাহমুদ
তাঁতশিল্পী

মোতালেব
তাঁতশিল্পী